মুজিবনগরে ট্রাফিক পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগরে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ও ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ মন্ডল মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পুরন্দরপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার সহ ভারী যানবাহন আটক করা হয়।

এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৭টি গাড়িকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

২৬ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ সাজিবর রহমান ওরফে সাজু (৫০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত মোঃ মামুন হোসেন ও মোঃ আকাশ খাঁন (২২) নামের দুই পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

হেরোইনসহ গ্রেফতার সজিবর রহমান সাজু মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোঃ তবারক মন্ডলের ছেলে।

এছাড়া মোঃ মামুন হোসেন(৩৪) সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মোঃ আশরাফ বিশ্বাসের ছেলে। তার নামে জিআর ৫/২১ নং মামলার আদালতের

পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ও মোঃ আকাশ খাঁন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার মৃত ইকবাল খাঁনের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে জিআর -২৪৩/২২, ও জিআর ৩৩৮/২২ মামলার আসামি। জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি গোপাল কুমার জানান, গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের ময়ামারী মাঠের মধ্যে একটি পেঁয়াজ ক্ষেতের পাশে অভিযান চালিয়ে ২৬ হেরোইন সহ আসামী মোঃ সাজিবর রহমানকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) (নি:) মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন। অপরদিকে সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দীন জানান, সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামুন ও আতকাশ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অভিযানে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ জাহাঙ্গীর সেলিম, উপপরিদর্শক (এসআই) (নিঃ) মোঃ ফারুক হোসেন, এসআই (নিঃ) মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই(নিঃ) মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) শহিদুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলমসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল শনিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা

গ্রেফতার

সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জীবন আকবর (৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৩১ জানুয়ারী) দুপুরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলা পরিষদ চত্তরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জীবন আকবর গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলার এজাহার নামীয় তিন নম্বর আসামি তিনি। গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১১/০৮/২৪, ধারা সন্ত্রাস দমণ আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬) (ক)/ ৭(৬) খ/১০/১১/১২/১৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত বছরের ৩০ জুলাই সন্ধ্যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে শহীদ ছাত্রদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে মোমবাতি প্রজ্জলন করতে যায়। এসময় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতারা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলির ছেলে রেজানুল হক ইমন বাদী হয়ে ছাত্রলীগ নেতা তন্ময়কে এক নম্বর, গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনকে ২ নং জীবন আকবরকে তিন নম্বর আসামি করে ৩৭ জনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার অপর আসামিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী, আশরাফুল ইসলাম, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কোমল, যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, ছাত্র লীগের গাংনী উপজেলা শাখার সম্পাদক অনিক

আহমেদ।

মামলার আইও গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ কুমার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামি জীবন আকবরকে আদালতে নেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে পুলিশের পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ৩

গাংনী থানা পুলিশের পৃথক তিনটি অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক দুই আসামি ও হেরোইনসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে সিআর ৪০/২৪ নং মামলার পলাতক আসামি কামরুল ইসলাম (৩০), গাংনী উপজেলা শহরের ঈদগাহ পাড়া এলাকার মো: বিল্লাল হোসেনের ছেলে জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার আসামী মোঃ সুমন (৩২)।

এছাড়া পুলিশের অপর একটি অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ এমদাদুল হক (৪২) কে আটক করা হয়েছে। আটক এমদাদুল হক গাংনী পৌর শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের পৃথক তিনটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ দুপুরের দিকে সীমান্তবর্তী রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করা হয়।হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩২ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারনীর ৮(ক) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং-১৭, তারিখ-২৪/০১/২০২৫।

আসামীদেরকে বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক তিনটি টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে জিআর ২৪১/১৬ নম্বর মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ সেলিম(৪০), একই উপজেলার কসবা গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৯৫৫ /২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ মতিন আলী (৫৫) ও পলাশীপাড়া গ্রামের মোঃ সাদেক আলীর ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ৮৭/২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ টুটুল হোসেন (৩২)।
ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সাজাপ্রাপ্তসহ তিনজন আসামিই আদালতের পরোয়ানাভূক্ত। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে আদালতে নিলে বিজ্ঞ আদালতে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান এই সূত্রটি।

মেহেরপুরে হারানো ৮১টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৮১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

আজ বুধবার (০১ জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত মোবাইল গুলো তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

এর আগে জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ৩৪ টি, গাংনী থানার ৪৫ টি এবং মুজিবনগর থানার ০২ টি সর্বমোট ৮১ টি উদ্ধারকৃত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল উদ্ধার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো:জামিনুর রহমান খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ গোপাল কুমার, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দীন, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সকল সদস্যসহ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের সদস্যবৃন্দরাও।

পরে হারানো মোবাইল ফোন পেয়ে প্রকৃত মালিকরা অনেকে আবেগাপ্লুত

হয়ে পড়েন এবং পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধে বোনকে হ*ত্যা*র অভিযোগ

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তসলিমা খাতুন (৫০) নামের এক মহিলাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ভাইদের বিরুদ্ধে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবীল গ্রামের কবরস্থানের পাশের একটি ডোবা থেকে তসলিমা খাতুনের ক্ষত—বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

নিহত তসলিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৫ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়া এলাকার আব্দুল হান্নানের স্ত্রী। তিনি তার বাবার বাড়ি চাঁদবীলে বসবাস করতেন।

নিহত তসলিমার স্বামী আব্দুল হান্নান অভিযোগ করে বলেন, পিতা মাতার সম্পত্তির ১২ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র সাড়ে ১০ কাঠা জমি তার স্ত্রীক মৌখিকভাবে দেওয়া হয়েছে। বাকি জমির ভাগ চাওয়ায় তসলিমার ভাই আব্দুল বারেক, মন্টু আলী, লাল্টু হোসেন, আব্দুল হক, কান্টু হোসেন মিলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা শেষে কবরস্থানের ফেলে রেখে পালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

প্রতিবেশী আলেয়া খাতুন জানান, তসলিমা খাতুনের স্বামীর বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় হলেও ৩/৪ বছর আগে তারা বাবা মৃত বরকত আলীর বাড়ি চাঁদবীলে চলে আসেন। তারপর থেকে তিনি পরিবার নিয়ে এখানেই বসবাস করছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন

জানান, খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাইদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যাকাণ্ডের মুল রহস্য উন্মেচিত হবে।

এদিকে, তসলিমা খাতুনের ক্ষত—বিক্ষত মরদেহ উদ্ধারের পরপরই তার ভাইদের পরিবারের সবাই আত্মগোপনে রয়েছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (illegible) illegible. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] illegible [illegible] [illegible] illegible [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illegible [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] illegible illegible [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]